Date: August 15, 2026

To, **The Secretary,** **BSE Limited,** P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 **Scrip Code: 539542**	To, **The Secretary,** **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandera (E), Mumbai – 400 051 **Symbol: LUXIND**

Respected Sir/Madam,

Sub: Announcement pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Newspaper Publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2026.

Please find enclosed, the newspaper publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2026 as approved by the Board of Directors in their meeting held on August 14, 2026 and published in the following newspapers:

1. The Economic Times (National Daily Newspaper) on Saturday, August 15, 2026.
2. Ei Samay (Regional Newspaper) on Saturday, August 15, 2026.

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For LUX INDUSTRIES LIMITED

SMITA MISHRA

Digitally signed by SMITA MISHRA
Date: 2026.08.15 12:43:07 +05'30'

Smita Mishra
(Company Secretary & Compliance Officer)
M.No: A26489

Enclosed - as stated above

LUX INDUSTRIES LIMITED
PS Srijan Tech - Park, 10th Floor, DN - 52, Sector - V, Saltlake, Kolkata - 700 091, India. P: 91-33-4040 2121, F: 91-33-4001 2001, E: info@luxinnerwear.com
Regd. Office: 39 Kali Krishna Tagore Street, Kolkata - 700 007, India, P: 91-33-2259 8155, Website: www.luxinnerwear.com • CIN : L17309WB1995PLC073053

NDB Plans $7.5 b Funding to Deepen Rupee Lending

Deepshikha Sikarwar

New Delhi: The New Development Bank (NDB) plans to channel $7.5 billion into India over five years, stepping up rupee financing and local-currency lending as the BRICS lender seeks to give emerging economies more options beyond dollar-denominated funding.

The proposed $7.5 billion support includes $5 billion in sovereign lending over the period and a planned $2.5 billion-equivalent rupee bond programme, NDB president Dilma Rousseff told **ET**.

Rousseff is in India for the BRICS finance ministers and central bank governors meeting under India's presidency of the grouping. She urged emerging markets and developing countries to strengthen their resilience, pointing out the extraordinary challenges they were facing.

The NDB is a multilateral development bank established by Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) in 2015 to fund development in emerging markets and developing countries (EMDCs). The bank is preparing its General Strategy for 2027-2031, which will set out its lending priorities and country allocations.

The planned rupee bond programme is aimed at deepening the country's domestic capital markets while allowing the NDB to finance projects in local currency and reduce exchange-rate risks for borrowers, Rousseff said.

"Local currency financing is an important part of this multipolar framework because it addresses one of the major vulnerabilities faced by emerging markets and developing economies, which is exchange-rate risk," Rousseff said.

NDB is expanding the use of member currencies on both sides of its balance sheet, raising resources in domestic capital markets and deploying them for development financing in those currencies, she said.

The approach does not amount to a push to displace the US dollar, she added, rejecting the idea that greater use of local currencies necessarily means "de-dollarisation."

"NDB does not pursue a policy of de-dollarisation, nor do we promote local currencies as an alternative to the US dollar," Rousseff clarified, asserting that the bank is seeking a more diversified and interconnected international financial architecture that provides countries with more financing options.

Greater monetary diversification can reduce exchange-rate exposure, mitigate currency mismatches and help deepen domestic capital markets while giving emerging economies more flexibility to respond to external shocks, Rousseff said.

India's development trajectory creates significant opportunities for NDB financing, particularly in transport, water security, clean energy and digital infrastructure, she said, adding that NDB intends to deepen its engagement with India's private sector through financial institutions, infrastructure platforms and companies driving the country's transition towards a more sustainable and connected economy.

GLOBAL CHALLENGES

The global economy is experiencing a cumulative process of instability that has been building for many years and is imposing extraordinary challenges on emerging markets and developing countries, NDB chief said.

"We are, therefore, witnessing a situation in which countries that have pursued sound economic policies and achieved consistent economic performance over many years can be severely affected by external shocks that have little or nothing to do with their domestic policy choices," she said, raising concerns over the recent developments and their implications for the global economy.

Wholesale Inflation Eases to 9.8% on Softer Energy Prices

Our Bureau

New Delhi: India's wholesale inflation eased marginally to 9.8% year-on-year in July from 9.9% in June and May, as softer energy prices offset rising inflation in primary articles and manufactured products, according to official data released on Friday.

The Wholesale Price Index (WPI)-based inflation declined 0.8% in July 2025. "The moderation was driven by lower prices of mineral oils and crude petroleum and natural gas, reflecting the sequential softening in global energy prices in July," said Rajani Sinha, chief economist at CareEdge Ratings.

Retail inflation, meanwhile, edged up to 4.5% year-on-year in July from 4.4% in June, data released earlier this week showed. The Producer Price Index (PPI) output inflation remained unchanged at 9.6% year-on-year in July. The government also released a trial Input PPI for manufacturing, which fell to 105.9 in July from 107.1 in June, indicating a 1.1% decline.

Fuel and power remained the largest contributor to wholesale inflation despite the segment's price rise moderating to 20.1% in July from 27.4% in June. Within the segment, mineral oil inflation stood at 32.4% compared with 46.5% in the previous month while inflation in crude petroleum and natural gas fell to 27% from 34.8%.

Inflation in manufactured products, however, rose to 8.3% year-on-year in July from 7.5% in June while inflation in primary articles accelerated to 8.5% from 7%.

Among manufacturing sub-groups, inflation remained elevated in tobacco products (13.4%), chemicals (13.1%), textiles (12.8%) and basic metals (12.6%).

হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই বাবা-ছেলের ■ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সরকারি ভাতা-রেশনও

‘কী খেয়ে বাঁচব?’ প্রশ্ন চক্রধরের

প্রশান্ত পাল ■ পুরুলিয়া

আপাতত ট্রাইসাইকেলই ভরসা — এই সময়

তিন জনের সংসার। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু বাবা-ছেলের হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই! বাবা চক্রধর মাহাতো কোনও মতে ট্রাইসাইকেলের হাতলে জোর পান, ১০ বছরে পা দেওয়া ছেলে সায়নের শরীরও অসাড় হতে শুরু করেছে। পুরুলিয়ার হুড়া ব্লকের পখুরিয়া গ্রামের এই সংসারে ভরসা বলতে ছিল মানবিক (প্রতিবন্ধী) ভাতা ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সাড়ে তিন হাজার টাকা এবং সরকারি রেশনের চাল-গম। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে এক লহমায় বদলেছে ওদের জীবন।

বন্ধ হয়েছে সামাজিক প্রকল্পের সব আর্থিক সাহায্য। চলতি মাসে যন্ত্রের এক অমোঘ নির্দেশে পুরোপুরি বন্ধ রেশন। বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদ হারিয়ে আজ আক্ষরিক অর্থে অনাহারের মুখোমুখি চক্রধর ও তাঁর পরিবার।

ছোটবেলা থেকেই দুই পায়ে গভীর সমস্যা বছর ৪৯-এর চক্রধরের। তবু মনের জোর আর পড়াশোনার অদম্য জেদে ইতিহাসে মাস্টার্স করার পরে ডিএলএড প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। বুনেছিলেন স্বপ্ন— অন্তত একটা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা জুটে গেলে সংসার উতরে যাবে। কিন্তু দিন গড়িয়েছে, চাকরি মেলেনি। অভাবের সংসারে উপযুক্ত চিকিৎসাও অধরা থেকেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে ক্রমে অসাড় হয়ে পড়েছে দুটো পা।

সেই যন্ত্রণা আরও বাড়ে যখন দেখেন, ছেলে সায়নের শরীরও হুবহু তাঁরই মতো অসাড় হতে শুরু করেছে। সায়ন এখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। তাকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্কুলের সহৃদয় শিক্ষক মন্টু মাহাতো। প্রতিদিন মাস্টারমশাইয়ের মোটরবাইকে চেপে স্কুলে যাতায়াত করে সায়ন।

মানবিক ভাতার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ‘পরীক্ষায়’ উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৬ থেকে ১০০০ টাকার সরকারি সহায়তা পেতেন চক্রধর। ২০২৪ থেকে ছেলেও সেই ভাতা পেতে শুরু করে। স্ত্রী ছন্দারানি মাহাতোর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাবদ মিলত আরও ১৫০০ টাকা। সবমিলিয়ে ৩৫০০ টাকা আর রেশন থেকে পাওয়া চাল-গম দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইটা চলছিল। এখন সব বন্ধ!

চক্রধরের আক্ষেপ, অন্নপূর্ণা যোজনায় অফলাইন-অনলাইন, দু’ভাবে আর্জি জানিয়েও কাজ হয়নি। রান্নাঘরে তবু হাঁড়ি চড়ছিল রেশনের জোরে। কিন্তু চলতি মাসে রেশন দোকানে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের ডিজিটাল পিএইচএইচ (প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড) রেশন কার্ড স্রেফ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্র জানিয়ে দিয়েছে, ওই কার্ডে আর খাদ্যসামগ্রী মিলবে না। ব্লক খাদ্য পরিদর্শকের কাছে দৌড়াদৌড়ি করেও লাভ হয়নি, বলা হয়েছে—‘সিস্টেম’ থেকেই নাকি এই কার্ড বাতিল হয়ে গিয়েছে।

ঘরে এখন অন্ন সংস্থান নেই। আধপেটা খেয়ে দিন কাটছে পরিবারের। অগত্যা শুক্রবার সকালে জং ধরা ট্রাইসাইকেল টেনে বিডিও অফিসে পৌঁছন চক্রধর। সারা দিন পেটে খিদে নিয়ে অফিসের বাইরে অপেক্ষা করেছেন বিডিও-র জন্য। চক্রধর জানালেন, একা হাতে ট্রাইসাইকেল টেনে তিনি এসেছেন, কারণ স্ত্রী দিনমজুরের কাজে না-গেলে ঘরে রাতে মুড়ি-জলটুকুও জুটবে না। এখন রোয়া দেওয়ার মরশুমে শ’দুয়েক টাকা পাওয়ার আশায় স্ত্রী অন্যের জমিতে কাজে নেমেছেন। আর ছেলে অন্তত দুপুরে স্কুলে মিড-ডে মিলের পেট ভরা খাবারটুকু পাবে বলে তাকে স্কুলে রেখে এসেছেন। চক্রধরের একটাই প্রশ্ন— ‘এ বার আমরা কী খেয়ে বাঁচব?’

ব্লক প্রশাসনের অন্দরে পৌঁছেছে অভিযোগ। হুড়ার বিডিও শিলাদিত্য জানা জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে খাদ্য পরিদর্শককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও ব্লক খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক খাতায় চক্রধরের নামে প্রায় পাঁচ একর জমির উল্লেখ থাকায় ‘সিস্টেম’ নিজে থেকেই নাকি এই কার্ড বাতিল করে দিয়েছে। তা শুনে চোখে জল চক্রধরের। তাঁর বক্তব্য, গ্রামে তাঁদের মাত্র তিন বিঘা কৃষি জমি আছে, যা সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। বৃষ্টি হলে সামান্য কিছু ফসল ওঠে, না-হলে জমি বন্ধ্যা। বাকি জমি ডাঙা আর অনাবাদি।

চক্রধর বললেন ‘যার দু’পায়ে হাঁটার শক্তি নেই, সে চাষ করবে কী ভাবে! বাম থেকে তৃণমূল— কোনও আমলেই একটা চাকরি মেলেনি, আর আজ মুখের গ্রাসও কেড়ে নেওয়া হলো।’ বিষয়টি শুনে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও পূর্ত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী তথা পাড়া কেন্দ্রের বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউড়ি জানান, দ্রুত ওই পরিবারের খোঁজ নেবেন। তবে অন্নপূর্ণা যোজনা বা মানবিক ভাতার মতো সরকারি সাহায্যগুলি কেন এই পরিবারের জন্য বন্ধ হলো, সে বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পড়ুয়ার মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ পরিবারের

এই সময়, খড়্গপুর: আই আই টি র মেধাবী ছাত্র অঙ্কিত শর্মার মৃত্যু দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ তাঁর পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, চার তলা থেকে অঙ্কিতকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে। পুলিশের দাবি, এটি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি ঠেলে ফেলার ঘটনা—তদন্তে তিনটি দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইআইটি কর্তৃপক্ষ সঠিক তথ্য জানতে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ নালন্দা কমপ্লেক্সে চার তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অঙ্কিত শর্মার। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যালে পাঠানো হয়। যেখানে ছিলেন মৃতের কাকা ভ্রমরলাল শর্মা ও খুড়তুতো দাদা জয়প্রকাশ শর্মা। তাঁরা জানান, পুলিশ এবং আইআইটি কর্তৃপক্ষ কী ভাবে মৃত্যু হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দু’টি বিষয় জানান। একটি হলো, রেলিংয়ে বসে মোবাইলে কথা বলার সময়ে উল্টে পড়েন অঙ্কিত। অন্যটি, যেহেতু সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল। তাই ব্যালকনি পিচ্ছিল থাকায় পা পিছলেও নীচে পড়ে গিয়ে থাকতে পারেন অঙ্কিত। ভ্রমরলালের কথায়, ‘কমপ্লেক্সের ব্যালকনিতে রেলিং থাকায় পিছলে পড়ার সম্ভাবনা নেই। ৩টে থেকে ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস চলার সময়ে কেন রেলিংয়ে বসে কথা বলতে যাবে অঙ্কিত? আমাদের ধারণা, হয়তো কারও সঙ্গে কোনও কারণে ঝগড়া হয়ে থাকতে পারে। সে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। নতুবা ক্লাসের সময়ে এত পড়ুয়া, শিক্ষকরা

খড়্গপুর আইআইটি

কেউই খেয়াল করলেন না! আমরা আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করব।’ পরিবারের আরও প্রশ্ন, যেখানে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সিসিটিভি নেই কেন?

ঘটনা ঘটে সাড়ে ৩টে নাগাদ। অথচ আড়াইটে নাগাদ অঙ্কিত বাড়িতে ফোন করে ৫ হাজার টাকা চেয়েছিল বলে দাবি ভ্রমরলালের। তিনি বলেন, ‘আত্মহত্যার ঘটনা থাকলে টাকা চাইবে কেন? পা পিছলে পড়লে তো করিডরে পড়ে হাত, পা ভাঙত। রেলিং থেকে নীচে পড়ল কী ভাবে?’

শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত সেই বোর্ড সরিয়ে দিল বিজেপি

এই সময়, রামপুরহাট: নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম রাতারাতি বদলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হয়েছিল। রাস্তার পাশে বসে গিয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ডও। এই নিয়ে বীরভূমের রামপুরহাটে শুরু হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। চাপের মুখে সেই বোর্ড সরিয়ে দিল বিজেপি।

রামপুরহাট

সিপিএম নেতা সঞ্জীব মল্লিক বলছেন, ‘চাপে পড়ে করেছে। যদি অনুশোচনা থেকে হতো, তা হলে যে দিন এটা করেছিল, তার পরের দিন যখন জানাজানি হলো, তখনই করে দিতে পারত এটা।’ রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, ‘যাঁরা শ্যামাপ্রসাদের নামের বিরোধিতা করছেন, নেতাজি প্রীতি দেখাচ্ছেন, তাঁদের বলব, তাঁরা নেতাজির নামে রাস্তা বোর্ড লাগিয়ে দিন, কোনও অসুবিধা নেই। আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যেমন সম্মান করি, তেমনই নেতাজিকেও হৃদয়ে রাখি। আমরা ওদের ফাঁদে পড়তে চাই না বলেই শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড তুলে নেওয়া হয়েছে।’

দুর্নীতি-বিক্ষোভ

এই সময়, কৃষ্ণনগর: আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে টাকা না-ঢুকলেও কাগজ-কলমে সরকারি প্রকল্পের ঘর দেওয়া কমপ্লিট! নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের বেলগরিয়া -১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। পঞ্চায়েতের তৃণমূল বোর্ডের প্রধান বাসন্তী বসাককে ঘিরে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। গ্রামবাসী অজয় মালাকার বলেন, ‘বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। অনেক দিন অপেক্ষার পরে পঞ্চায়েত থেকে বলা হয়েছিল, বাড়িতে সার্ভে করতে যাবে সরকারি লোকজন। কিন্তু নির্বাচন এসে যাওয়ায় কেউ আর সার্ভে করতে আসেনি। নতুন সরকার আসার পরে সরকারি প্রকল্পে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে শুনে পঞ্চায়েতে খোঁজ নিতে এসে শুনি আমি নাকি ঘর পেয়ে গেছি।’

একই অভিজ্ঞতা যাঁদের, এমন কয়েক জন এ দিন প্রশ্ন তোলেন উপপ্রধানের ভূমিকা নিয়ে। টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তাঁরা। প্রধান বাসন্তী বসাক বলেন, ‘এ নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। ব্লক অফিসে গিয়ে খোঁজ নেব। তারপর বলতে পারব কী হয়েছে।’ শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বিজেপির চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, ‘উপপ্রধান তাপস ঘোষ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকতে পারে বলে জেনেছি। তদন্ত হবে। যে বা যারা এ ঘটনায় যুক্ত, অবশ্যই শাস্তি পাবে।’ তাপসের মোবাইল ফোন সুইচড অফ। মেসেজেরও উত্তর দেননি তিনি।

সুতিতে তিন কন্যার খুনে বিক্ষোভ-অবরোধ গ্রামে

অভিযুক্তের মানসিক সমস্যা রয়েছে, দাবি পরিবারের

শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রাম জুড়ে — এই সময়

এই সময়, সুতি: তিন শিশুকন্যাকে খুনের ঘটনায় ফুঁসছে সুতির রঘুনাথপুর গ্রাম। অভিযুক্তের ফাঁসির পাশাপাশি তাঁর বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার গ্রামে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার বিকেলে চার শিশুকন্যার উপরে হাঁসুয়া নিয়ে হামলা চালায় এক যুবক। ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক শিশুকন্যা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতদের নাম মনিকা খাতুন (৪), ইশরাত পারভিন (১২) এবং আশিশা খাতুন (১০)। গুরুতর জখম নুসরত জাহান চিকিৎসাধীন। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গোলাম সারওয়ার ওরফে বাদশাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার জঙ্গিপুর এসিজেএম আদালতে হাজির করলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হতাহত চার শিশুকন্যাই অভিযুক্তের নিকটাত্মীয়। তাদের মধ্যে তিন জন অভিযুক্তের ভাগ্নি এবং এক জন ভাইঝি বলে জানা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে চার শিশুকন্যা বাড়ির মধ্যে খেলছিল। অভিযোগ, সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই শিশুদের এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে অভিযুক্ত। এর পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক টোটোচালকের গলায় রক্তমাখা অস্ত্র ঠেকিয়ে সরাসরি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে সে।

গোলামের আত্মীয় মহম্মদ মেহেদি হাসানের কথায়, ‘চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, রক্তাক্ত অবস্থায় তিন বোন পড়ে রয়েছে বারান্দায়। ঘরে ঢুকে ও তখন ইশরাতকে কোপাচ্ছিল। চিৎকার করে [illegible]’

মৃত মনিকার মা ইসমাতারা খাতুন বলেন, ‘ছোট ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও বোন এসেছে বলে ওই বাড়িতে মেহেদি পরতে গিয়েছিল মেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনা।’

অভিযুক্তের মা দাবি করেন, তাঁর ছেলের মানসিক সমস্যা রয়েছে। ইসমাতারা বলেন, ‘ওর মা মিথ্যে বলছেন। ওই ছেলেটা আগেও এই ধরনের অপরাধ করে পার পেয়ে গিয়েছে। ওর ফাঁসি চাই। ওর বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিতে হবে। নয়তো আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হোক।’

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত যুবকের মানসিক সমস্যা রয়েছে। ঘর থেকে পুলিশ ডিপ্রেশনের ওষুধ পেয়েছে। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি।’ পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জেরা করে তদন্ত আরও এগোবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এসপি বলেন, ‘এর আগেও একটা খুনের ঘটনায় ওই যুবক জড়িত ছিল বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। কিন্তু আমরা সে রকম কিছু পাইনি। তবে ওই এলাকায় একটা খুনের ঘটনা ঘটেছিল। তাতে ওই যুবক জড়িত কি না, তদন্ত করে দেখা হবে।’ এ দিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পরে তিন জনের মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে আসা হলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে সুতি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর

এই সময়, কলকাতা ও সিউড়ি: কলকাতার আইনজীবীদের দিয়ে সুবিধে করতে না-পারায় এ বার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীকে দিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে শুনানির আশ্বাস পেলেন বীরভূমের টুলু মণ্ডল। শুক্রবার মামলাটি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে উল্লেখ করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি জানান, নিজে সশরীরে হাজির হয়ে মামলাটির শুনানি করতে চান। তাই বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট করে মামলাটি তালিকাভুক্ত করার আবেদন জানান তিনি। বেআইনি পাথর খাদানের কারবারি টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলাগুলি খারিজের আর্জি মামলা বৃহস্পতিবার ছেড়ে দেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। তারপরেই এ দিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুপ্রিম কোর্টের এই বর্ষীয়ান আইনজীবী।

অন্য দিকে, টুলু-মামলায় পুলিশ হেফাজতে থাকা নইমুদ্দিন মণ্ডলকে ২১ অগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল সিউড়ি এসিজেএম আদালত। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন নইমুদ্দিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাই এ দিন নইমুদ্দিনকে আদালতে আনা হয়নি। ভিডিয়ো কনফারেন্সে

টুলু-মামলা

তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন বিচারক। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তার আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে তা বিচারক খারিজ করে দেন। এ দিন টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিকের হাতে রাইটিংয়ের নমুনা নেওয়া হয়। টুলুর কর্মচারী শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া আনসারুলের হাতে রাইটিংয়ের নমুনা নেওয়ার আবেদনও জানান সরকারি আইনজীবী। তা মঞ্জুর করে আদালত।

সাংবাদিকতার কর্মশালা

এই সময়, কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্যোগে শুরু হলো ১০ দিনের সাংবাদিকতা কর্মশালা। উদ্বোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল বলেন, ‘সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সাংবাদিকতাকে অবশ্যই সৎ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তথ্যের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে।’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণী কলকাতার সহকারী নির্দেশক শুভায়ন বালা। তিনি বলেন, ‘যত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সাংবাদিকতার পেশায় আসবেন, ততই সমাজ উপকৃত হবে।’ সাংবাদিক ভাস্কর লেট বলেন, ‘স্বাধীন সাংবাদিকতার যে পরিসর তৈরি হয়েছে, নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন—এটাই প্রত্যাশা।’ কোর্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।’ বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী বলেন, ‘প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কোর্সটি পড়ুয়াদের জীবিকার ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাবে।’ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও গবেষক মিলিয়ে প্রায় দু’শো জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, পীযূষ পোদ্দার, সীমা সরকার-সহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক ও বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্যামশ্রী।

চুরি, আত্মঘাতী

এই সময়, গঙ্গারামপুর: শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘরের চাবি চুরি করে স্বামীর সঙ্গে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলেন স্ত্রী। সেই সময়ে গঙ্গারামপুরের বাড়ি থেকে সাত ভরি সোনার গয়না চুরি যায় বলে অভিযোগ। আলমারি ভাঙা না-থাকা সত্ত্বেও গয়না চুরি হওয়ায় স্ত্রী রুম্পা ঘোষকে সন্দেহ করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অভিযোগ, শারীরিক অত্যাচার চালাতেন স্বামী জয়ন্ত ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিকেলে রুম্পার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। গঙ্গারামপুর থানায় স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছে মৃতার পরিবার। তাদের দাবি, গয়না চুরির পর থেকেই রুম্পার উপরে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল।

ধৃত হামিম-সহ তিন জনেরই জেল হেফাজত

এই সময়, বর্ধমান: জঙ্গি সন্দেহে রেলেসা উপনগরী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মহম্মদ হামিম মণ্ডল। তাকে জেরা করে ধাড়শাগ থেকে তার বান্ধবী অর্পিতা সরকার এবং হাওড়া থেকে আদিত্য সিংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ও এসটিএফ। হামিমের ১৪ দিন, অর্পিতার ১৩ দিন এবং আদিত্যর ১১ দিনের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষে শুক্রবার তিন জনকে একই সঙ্গে বর্ধমান জেলা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক ধৃতদের ২৮ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়ে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ফের আদালতে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দিন ধৃতদের আদালতে হাজির করার সময়ে পুলিশ পুরো এলাকা কর্ডন করে রেখেছিল।